বাই ও নিকী বাই

ঘনাদা

সেকালের কোলকাতায়, “বাবু” দের লক্ষণ ছিল- নয়টা

“মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান

খোষ পোষাকী যশমী দান

আড়িঘুড়ি কানন ভোজন

এই নবধা বাবুর লক্ষণ”

এই বাবুয়ানীতে বাইজীর নাচগান ছিল অপরিহার্য ।

পুরোহিতের মন্ত্র নয়- মৃণ্ময়ী রূপ প্রাণ পেত, বাইজীদের নাচগানে । পুজোর মরসুমে শারদীয় বার্তায় বাইজীদের নিত্য উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য ।

বাবুদের বাড়ীতে, এইসব নাচাগানার প্রচলন আগে থেকেই ছিল, তবে পুজো উপলক্ষে প্রথম বিবরণ পাওয়া যায়-খ্রীঃ ১৭৯২ সালে ।

আলো ঝলমল, এই আসরের উদ্যোক্তা ছিলেন – পোস্তার সুখময় রায় ।

তাঁর বাড়ীর নাচই নাকি ছিল- শহর কোলকাতার সবচেয়ে ভালো । আসর ঠাণ্ডা রাখার জন্য চলতো বিরামহীন টানা পাখা ।

প্রভু ইংরেজদের ভজনা, ঈশ্বর ভজনার থেকেও অগ্রাধিকার পেতো । কারণটা সহজেই বোঝা যায়- টাকা কামাই ।

বিয়েতেই চলতো বাই – নাচ । প্রভুরা আসতেন নিমন্ত্রিত হয়ে ।

বাবুদের বাইজী প্রীতি ছিল অফুরন্ত, কারণ ঔপনিবেশিক শাসনকর্তা ইংরেজদের শাসনের অন্য স্তম্ভ ছিল – যৌনতা ।

অবশ্য- কোলকাতায় এই আদি পেশা ছিল, আগে থেকেই ।

তথ্য দিয়ে রেভারেণ্ড লঙ জানিয়েছেন – ১৭৫৩ সালে কোম্পানি কর্তারা ঈশ্বরী ও বুভী নামে দুটি মেয়ের বিষয় সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে নিলাম করে, ৫৩৯ টাকা ৪ আনা ৩ পাই উপার্জন করেছিলেন ।

তাদের অপরাধ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নি, তবে তাঁরা নগরকুল বধূ ছিলেন এটা জানা গিয়েছিল ।

পলাশির পর, সিরাজের ভাণ্ডার থেকে যখন নগরের কোলকাতা দখলের সময় ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তখন “ব্ল্যাক জমিন্দার” গোবিন্দ মিত্রের দুজন রক্ষিতাও ক্ষতিপূরণ পান । তাঁদের নাম-রতন আর লতা ।

এঁরা কি অসামান্যা রূপসী ছিলেন না নৃত্যগীতে পটিয়সী রমণী – আর জানার কোনো উপায় বোধহয় নেই ।

১৮১৯ সালের ১৬ ই অক্টোবর – সমাচার দর্পণ লিখছে :

"শহর কলিকাতার নিকী নামে এক প্রধান নর্তকী ছিল, কোনো ভাগ্যবান লোক তাহার গান শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক হাজার টাকা মাসিক বেতন দিয়া তাহাকে চাকর করিয়া রাখিয়াছেন"

নিকীকে বর্ণণা করা হত – হিন্দুস্তানের ক্যাটালনি । অন্য বাইজীদের মানদণ্ড ছিলেন- নিকী ।

এক রাতের নজরাণা ছিল ১০০ পাউণ্ড বা ১ হাজার টাকা আর সমমূল্যের একজোড়া শাল ।

মনোহারি অলঙ্কার পরতেন আর মণিমুক্তো খচিত গয়না ।

চোখে কাজল, ঠোঁট আর দাঁত রক্তিম, সিঁথি করা চুল মাথার পেছনে বেণীবদ্ধ ।

সোনালি রুপালি পোশাকে সারা অঙ্গ ঢাকা । তাই শরীরের গঠন ঠিক বোঝা যেত না ।

চার্লস ডয়লি ঊনিশ শতকের বিখ্যাত চিত্রকর ও লেখক । তিনি লিখছেন :

"But hark, at Nickie's voice – such, one never hears

From Squalling nautchness , straining their shrill throats

In natural warblings, how it great our ears,

And brilliant gingling of delicious notes,

Like nightingles that the forest floats..."

(বানান অপরিবর্তিত)

নিকী, নিকী, নিকী,- ঊনিশ শতকের কোলকাতা তিন দশক ধরেই যেন নিকীর করায়ত্তে।

প্রথম নিকী যখন আত্মপ্রকাশ করেন- তখন তাঁর বয়স ১৪ কি ১৫ । তারপর ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করার পর তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যায় নি ।

তথ্যঋণ : ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক, শ্রী পান্থ, আনন্দ পাবলিশার্স, ISBN- 81-7756-233-9